গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক : ৪৩.০০.০০০০.১১৯.১৪.৪০৭.১৩/অংশ/-২৬৭

তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪২২ / ৩১ মার্চ ২০১৬

বিষয় : পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান জনাব মো. ইমরান হোসেন এর গত ১৮-০৩-২০১৬ তারিখের 'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ইতিহাস, ঐহিত্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার বাস্তব কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথানির্দেশ এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

মোঃ ইমরান হোসেন
সহকারী প্রধান
ফোন : ৯৫৭২১৮৮
E-mail: ac@.moca.gov.bd

প্রেরকঃ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ভবন নং-৬, ১১ তলা
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০

রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহৃত

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।
০২। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি।
০৩। কর্মসূচি পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ইতিহা., ঐহিত্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ' শীর্ষক কর্মসূচি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি।

অনুলিপি :

০১। সচিবের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। যুগ্মসচিবের(উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। উপপ্রধানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধান জনাব মো. ইমরান হোসেন এর গত ১৮-০৩-২০১৬ তারিখের 'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ইতিহাস, ঐহিত্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার বাস্তব কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন প্রতিবেদন।

১।	কর্মসূচির নাম	:	'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ইতিহাস, ঐহিত্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ'।
২।	কর্মসূচির অবস্থান	:	খাগড়াছড়ি।
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি।
৪।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫।	কর্মসূচি ব্যয়	:	(ক) মোট ব্যয় : ১৮৬.২৫ লক্ষ (এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ পচিঁশ হাজার) টাকা। (খ) জিওবি : ১৮৬.২৫ লক্ষ (এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ পচিঁশ হাজার) টাকা।
৬।	অর্থায়নের উৎস	:	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।
৭।	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬।
৮।	ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	(ক) সর্বমোট : ১৪৫.৩২ লক্ষ (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা।
৯।	ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	:	৭৮.০২%।

১০। **কর্মসূচি এলাকা (খাগড়াছড়ি) সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ :**

১০.১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ইতিহাস, ঐহিত্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত সর্বশেষ কার্যাবলী গত ১৮.০৩.২০১৬ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় ইনস্টিটিউটের পরিচালক, কর্মসূচি পরিচালক (গবেষণা কর্মকর্তা) এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিতি ছিলনে।

১০.২ পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, কর্মসূচির আওতায় ১টি লেপটপ, ১৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬টি নোটবুক এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ত্রিপুরা পালাগান এবং মারমা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ঐতিহ্য এর ওপর ভিডিও ডকুমেন্টারি নির্মাণ। চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা, সাওতাল সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ। মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমুহের ভূমিকা মারমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী লোকচিকিৎসা পদ্ধতি। বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার, গীটার ও নৃত্য) দান। সাধারণ পাঠক এবং গবেষণার লক্ষ্যে বই সংগ্রহ করে লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধকরণ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিল্পীদের দুইটি অডিও সিডি প্রকাশ। সেমিনার ও নাট্য উৎসব আয়োজন করা। লোককাহিনী ভিত্তিক মারমা 'পাংখুম' নাটক প্রযোজনা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার আয়োজন। বৈসাবি উৎসব পালন করা। অফিসের জন্য বিভিন্ন সহায়ক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি। এছাড়া ৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে যার প্রিন্টিং মান ভাল নয় এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

১০.৩ ইনস্টিটিউটের পরিচালক জানান যে, কর্মসূচি সংক্রান্ত নথি কর্মসূচি পরিচালক সরাসরি খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদে উপস্থাপন করায় কর্মসূচির কোন কার্যাদি সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। কর্মসূচির পরিচালক জানান যে, তিনি ০৪.০৬.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠেয় খাগড়াছড়ি জেলা নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সরাসরি খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে নথি মাননীয় চেয়ারম্যান বরাবর পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, ইনস্টিটিউটের পরিচালক অদ্যাবধি কর্মসূচির জন্য অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল এবং এজি অফিস থেকে পরিচালকের স্বাক্ষরে সকল বিল ছাড় করে কর্মসূচির একাউন্টে জমা করে আসছেন।

১১। **সুপারিশ** :

১১.১ কর্মসূচির আওতায় প্রকাশিতব্য বইয়ের প্রিন্টিং মান উন্নত করতে হবে, প্রয়োজনে বইয়ের সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

১১.২ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যে সমস্ত উত্তোলনকৃত অগ্রিম সমন্বয় সাধন হয়নি তা অতি সত্বর সমন্বয় করতে হবে।

১১.৩ কর্মসূচির আওতায় ক্রয়কৃত কম্পিউটার, লেপটপ, নোটবুকের মান যাচাইয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের গঠিত কারিগরি কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা যেতে পারে।

১১.৪ সংস্থা প্রধানকে অবহিত রেখে কর্মসূচির যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে অধিক তৎপর হতে হবে এবং বরাদ্দের সমুদয় অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
২২.০৩.২০১৬

(মোঃ ইমরান হোসেন)
সহকারী প্রধান
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়